

বিভক্তির সাত কাহন-৪

ভজন সরকার

বিভক্তির সাত কাহন শুরু করেছিলাম নিতান্তই শখের বশে। যেমনটি যৌবনে অনেকেই করে প্রেম আর কবিতা দিয়ে। আর ইন্টারনেট পত্রিকার পাঠকের ব্যাপ্তি নিয়েও মনে আশঙ্কাতো ছিলই। কিন্তু আমার সব আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে গত কয়েক দিনের প্রাপ্ত ই-মেল আর টেলিফোন। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ইন্টারনেট পত্রিকার এত জনপ্রিয়তা আমাকে অবাক আর বিস্মিত করেছে। প্রবাস জীবনের শত অনিশ্চয়তা আর ব্যস্ততার মধ্যেও যে মানুষগুলো তাদের শ্রম আর মেধা দিয়ে এই পত্রিকাগুলো বের করেন পাঠকের ব্যাপক প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে তাদের শ্রম পশুশ্রম নয় অবশ্যই।

প্রবাসী হবার কারণ যতই তিত্তি-বিরক্ত হোক না কেন, মনে একটা মৃদু আশার ব্যঞ্জনা তো অবশ্যই ছিল। সেটা স্বভাবতই সৌহার্দ্য আর বৈষম্যহীন একটা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস। আর প্রবাসী সমাজের মানুষগুলো যেখানে শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত, সেখানে প্রাপ্তির প্রত্যাশা সহজাত ভাবেই বেশী। অভিবাসী হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমানাধিকারের দাবী এবং স্বীকৃতির সাথে সাথে একই ভৌগলিক সীমানার এবং একই কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষাভাষী মানুষের মিলন-প্রত্যাশাই কাংখিত ছিল। কেন না, বাঙালী হিসেবে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা ধারণ ও গ্রহন করে থাকি সামাজিক সম্মিলনের জন্য তা অসাধারণ এবং অনন্য। ঐতিহ্য ও ইতিহাস প্রমাণ করে, ধর্ম খুব একটা বাধা হয়ে উঠে নি বাঙালীর মিলন ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে। তাই নাই নাই করেও হারাধনের সাতটি ছেলের মত যা অবশিষ্ট আছে তা নিয়েই আজও বাঙালী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটা জাতিসত্তা।

আর এই বাঙালী জাতিসত্তার অভিবাসী সংস্করণে যে বিভক্তির বাতাবরণ, সে হতাশা থেকেই আমার ধারাবাহিক রচনাটির উৎপত্তি। সাত কাহনের শুরুতেই বিপত্তি আর মারাত্মক আপত্তি - পাঠকের পক্ষ থেকে। আমি নাকি ধর্মে আঘাত করছি হিন্দু-মুসলমান সবার।

কলাম লেখকের কোন বন্ধু থাকে না জানতাম। কিন্তু আমার মত এক অখ্যাত-নগন্য লিখিয়ের রচনার এমন প্রতিক্রিয়ায় আমি যার পর নাই রোমাঞ্চিত এবং মৃদু ভীত-সন্ত্রস্তও বটে বন্ধুবিচ্ছেদের সম্ভাবনায়। আমার লেখার বিষয়বস্তুনির্বাচনে এই অকাট্য মূর্খতা দেখে আমারই এক প্রতিভাবান বন্ধু একটা উপায় বাতলে দিয়েছেন। আসল কথার আগে সেই গৌড়চন্দ্রিকাটাই শেষ করি।

আমার বন্ধুটি অনেক দিন আগে একটা রচনা পড়েছিলেন, শিরোনাম, “অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাইয়িদ এত জনপ্রিয় কেন?”। বিশিষ্ট উপস্থাপক, প্রায় আজীবন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক এবং ঢাকার বিশ্ব-সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এই জনপ্রিয় গুণী মানুষটি আমারও শিক্ষক। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত তার ক্লাশে বসে থাকতাম, রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তিপড়াতেন তিনি। শুরু করতেন কিন্তু শেষ হোত না। কারণ, আলোচনা হৈমন্তি থেকে হারিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের এত অলি-গলিতে বিচরন করতো যে আমরাও হারিয়ে যেতাম রবীন্দ্র-অতলাস্তে। বাগ্মীতার এমন সুশোভন ও যাদুকরী ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। এমন প্রতিভাবান মানুষটি আবার সুকৌশলীও বটে। আর তার সেই কৌশলের কথাই আলোচিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে। কোন জাতীয় সমস্যা - যা থেকে রাজনৈতিক আর ধর্মীয় বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে সে ব্যাপারে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাইয়িদ সব সময়ই নীরব। তিনি আন্দোলনে ও আছেন তবে তা অবশ্যই পরিবেশ আর বই নিয়ে। কারণ, নদী, গাছ আর বইয়ের কোন জাত - ধর্ম - দল নেই। তাই বিতর্কিত হবার আশঙ্কাও স্কীন। বন্ধু টি র উপদেশ যে, লিখতে হলে পরিবেশ, আর বই নিয়ে লিখো। আর বেশী হলে কবিতা কিংবা প্রেমের উপন্যাস। হিন্দু-মুসলমান প্রেম দেখাতে পারো বড়জোর কিন্তু কখনই বিয়ে পযর্ন্ত যাবে না।

সাত কাহনে প্রবাসী বাঙালীদের ধর্ম আর রাজনৈতিক বিভাজনের সাথে সাথে দলবাজি আর গলাবাজির কাহিনী বলতে গিয়ে কিছু পাঠকের মনে আঘাত লেগেছে। যদিও আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি যে, পাঠকের মনে সান্তনার মলম লাগানোর দায় লেখকের নয়। কারণ, লেখক লিখেন তার উপলব্ধি আর বোধ থেকে। পাঠকের ভাল লাগা-মন্দ লাগা তার নিজস্ব ব্যাপার। তবুও কিছু তথ্য আর তত্ত্ববিভ্রান্তি থাকলে তা শুধরে নেয়া আমার নৈতিক দায়। যেমনটি হয়েছে, “ শনির পূজা ” আর “ সত্য নারায়ণ পূজা ” নিয়ে। অনেকে লিখেছেন, অনেক শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী মানুষ এ সব করেন, ফলে তাদের “অশিক্ষিত”, “মধ্য-নিম্ন-মধ্যবিত্ত” বলা আমার ঠিক হয় নি। কিন্তু আমি আমার লেখায় এ সব পূজা করা করেন, তা বলার চেয়ে পূজা আয়োজনের উপলক্ষ্য সামাজিক বিভাজনের কথাই বলতে চেয়েছি। কোন শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত “ শনির পূজা ” আর “ সত্য নারায়ণ পূজা ” করে থাকলে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি আছে আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা - যদি তা সামাজিক পচন আর বিভাজনের অনুঘটক না হয়।

যেমনটি হয়েছে তাবলিগ-জামাতের ক্ষেত্রেও। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছি আমি। অনেকে বলেছেন, সত্যিকারের তাবলিগ-জামাতীরা এ ঘটনা কখনো ঘটাতেই পারে না। তাবলিগ-জামাতীদের মধ্যেও আসল-নকল আছে কিনা আমার জানা নেই আর থাকলেও কে আসল আর কে নকল সেটা বোঝার কোন উপায় আছে কি? আর থাকলেও তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি আছে আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা - যদি তা সামাজিক পচন আর বিভাজনের অনুঘটক না হয়।

অত্যন্ত প্রিয় দু’জন লেখকের দু’টো ই-মেল পেয়েছি আমি। একজন এক সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্র নেতা আর কবি-ছড়াকার ডাক্তার (বর্তমানে ডঃ) আবুল হাসনাত মিলটন - বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আর অন্য জন কানাডার টরেন্টোতে জনপ্রিয় সাহসী, প্রতিবাদী এবং প্রগতিশীল লেখিকা নন্দিনী খান। উভয়েই ক্ষমা চেয়েছেন তাবলিগ-জামাতের ওই সাম্প্রদায়িক মানুষগুলোর পক্ষে- যারা আমাকে সাহায্য করতে এসেও অন্য-ধর্মী ভেবে আর সহায়তা করে নি। আমি জানি, মিলটন আর নন্দিনী-র এই ক্ষমা চাওয়া তাদের বিনয় আর মহানুভবতার পরিচায়ক। কোনক্রমেই ওই সাম্প্রদায়িক মানুষগুলোর প্রতিনিধিত্ব নয়। কারণ, একমাত্র ধর্মীয় মিলই কোন মানুষকে মিলায় না। মিলটন আর নন্দিনী খানের মতো মানুষকে তো অবশ্যই নয়।

যদিও সব ধর্মের সংকীর্ণতাই এটা যে, মানুষকে সচেতন অথবা অবচেতন ভাবেই সম্প্রদায় আর গোষ্ঠীর প্রতি করে ফেলে নমনীয় আর পক্ষপাতদুষ্ট। আবার সেই প্রয়াত ডঃ আহমদ শরীফের ভাষাতেই, “ মুক্ত চেতনা-চিন্তাচালিত হতে পারে না কোন আন্তিক মানুষই। ” (চলবে)

ভজন সরকার : কানাডা প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার ও লেখক। sarkerbk@gmail.com